গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ
চীফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়
পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা-১০০০।
www.ictcp.portal.gov.bd.

অদ্য ২৭-১০-২০২৫ তারিখে গণমাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ (সংশোধিত)-এর ধারা ২০(সি) সংক্রান্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে প্রসিকিউশনের বক্তব্য:

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত *"সেনা সদর দপ্তর আইন প্রয়োগ না করা পর্যন্ত আসামি ১৫ সেনা কর্মকর্তা কর্মরত: প্রসিকিউটর"* শিরোনামের প্রকাশিত প্রতিবেদনটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চীফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে।

উক্ত প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর জনাব গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম-এর বক্তব্যকে ভুলভাবে উদ্ধৃত ও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে আইনটি এখনো প্রয়োগ হয়নি বা সেনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর আইনের প্রয়োগ নির্ভর করছে, যা বাস্তবতা ও আইনের ভাষার পরিপন্থী।

এই বিষয়ে আইনের অবস্থান স্পষ্ট করা প্রয়োজন:

১. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ (সংশোধিত)-এর ধারা ২০(সি) অনুযায়ী,

> "Disqualification of the accused upon formal charge
> [20C. (1) Where a formal charge is submitted against any person under sub-section (1) of section 9 of this Act, such person shall be disqualified-
> (a) from being elected, or being, a member of Parliament; or
> (b) from being elected or appointed, or being, a member, commissioner, chairman, mayor or administrator, as the case may be, of any Local Government Bodies; or
> (c) from being appointed to any service of the Republic; or
> (d) from holding any other public office.
> (2) Nothing in sub-section (1) shall apply to any person who is discharged or acquitted by the Tribunal.] "

একই ধারা অনুযায়ী, উপধারা (২)-এ বলা হয়েছে, কেবলমাত্র ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক *ডিসচার্জ* বা *অ্যাকুইটেড* হলে এই অযোগ্যতা রহিত হবে।

২. ধারা ২৬ অনুসারে, এই আইনের বিধানাবলী অন্য কোনো বিদ্যমান আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হলে, এই আইনই প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন,১৯৭৩ অন্য যেকোনো আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে।

৩. এছাড়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে:

> **" [৪৭(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য [বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।] "**

সুতরাং, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন,১৯৭৩ অন্য যেকোনো আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে।

প্রসিকিউটর জনাব গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুধুমাত্র ব্যবস্থা গ্রহনের প্রক্রিয়াগত বিষয়টি ইঙ্গিত করেছিলেন, যা আইনের ব্যাখ্যা নয়।

অতএব, সংবাদটির তথ্যগত ভুল সংশোধন ও আইনি ব্যাখ্যার যথার্থতা নিশ্চিত করার স্বার্থে, প্রসিকিউশনের বক্তব্য গুরুত্বসহকারে একটি সংশোধনী ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের জন্য সকলকে আনুরোধ করা যাচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিভ্রান্তি এড়ানো যায় এবং সংবেদনশীল বিচারিক বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনে যথাযথ দায়িত্বশীলতা রক্ষা করা হয়।

ধন্যবাদান্তে,

মো: মাসুদ রানা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
চীফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

মোঃ মাসুদ রানা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
চীফ প্রসিকিউটর কার্যালয়
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।